ধারাবাহিক উপন্যাস
একটি মাধবী- ২

জসিম মল্লিক

(পূর্ব প্রকাশের পর)
৪.
স্টীমারের কেবিনে হঠাৎ কেমন শূন্য মনে হলো নিজেকে। এতক্ষন সবাই ছিল। এখন কেউ নেই। মানুষ এ রকম ভাবেই একা হয়ে যায়। পাখী হয়ে যায়। মা প্রায়ই কথাটা বলে বজলুকে। তুই একটা পাখী। এই দেখি আবার দেখি না। আমার প্রাণ পাখী উড়ে চলে যায়। এরপর মা কাঁদে। সন্তানের জন্য মায়ের কান্নায় কোনো ফাঁক নেই।
স্টীমারের বাটলার চা দিয়ে গেল। কেবিনের ভিতর বসেই চা খেলো বজলু। আজ কিছুতেই মন বসাতে পারছে না। আর এক সপ্তাহ পর চলে যাবে। আসার দিন বরং অনেক হৈ চৈ করে এসেছে ঢাকা থেকে। রানু ছিল। ছিল ফরাসী মেয়ে এলিন মারটিন, কানাডিয়ান ছেলে-মেয়ে কনি এবং রডনি এডওয়ার্ড। হ্যাপীরা ছিল। ছিল জোছনা রাত। দুদিন আগের কথা। আজ যদি ওয়েদার ভাল হয় তাহলে আজও চাঁদ দেখতে পাওয়ার কথা। যদিও এখনও বৃষ্টি পড়ছে অল্প অল্প। ভালো লাগছে বজলুর। নদীর পানিতে বৃষ্টির পতন বড় অসাধারণ। যেমন অসাধারণ চাঁদের আলো। মেঘ কেটে গেলে আজ ফুল মুন হওয়ার কথা।
আটটার দিকে বজলু স্টীমারের সেলুনে ঢুকলো। কয়েকটা বাচ্চা ছোটা ছুটি করছে। ওদের মায়েরা বাচ্চা সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে। পাঁচ ছয় বছরের এক বাচ্চাকে কাছে ডাকল বজলু। এলো মেয়েটি। ফুটফুটে দেখতে।
কি নাম তোমার!
তিত্‌লি।
বাহ্ সুন্দর নামতো তোমার!
তুমি স্কুলে পড়?
হু
কী পড়!
নার্সারী টু।
তুমি কার সাথে এসেছো।
আমার মা আর ভাইয়া। আমাদের সাথে একটা চাচু আছে, জানো চাচু না খুব মোটা!
তাই নাকি!
আমার আম্মুওনা মোটা!
বজলু হাসলো তিত্‌লির কথা শুনে।
একটি দশ বছরের ছেলে এসে বললো, এই তিতলি তোমাকে মা ডাকে।

তোমার কি নাম!
তাজিন!
তুমি কি তিতলির ভাই!
হু। কেমন করে বুঝলেন!
তোমাকে দেখে!
সবাই আমাদের দেখেই বুঝে ফেলে।
তুমি কোন ক্লাসে পড়।
ক্লাস ফাইভ।
কোন স্কুল
জিলা স্কুল।
তাই! আমিও ওই স্কুলের ছাত্র ছিলাম।
জানেন এখন না স্কুলটা আগের মতো নেই।
তোমার বাবা কোথায়!
বাবাতো নেই! বাবা মারা গেছে তিন বছর আগে!
ও তাই! কি হয়েছিল!
ব্রেন ক্যান্সার!
আইএ্যাম সরি তাজিন!
ইটস ওকে!
তিত্‌লি আর তাজিনের সাথে বজলুর জমে উঠলো। ওরা বজলুর রুমটা দখলে নিল। একটু পর পর ওদের মা এসে খবর নিচ্ছে। তিত্‌লি যতটা বলেছে ততটা মোটা না ভদ্রমহিলা। হেসে বললেন, আপনাকে খুব বিরক্ত করছে না!
বজলু বলল, মোটেই না। আমার বরং ওদের সাথে ভাল লাগছে। সময়টা কাটছে ভাল। ভদ্রমহিলার নাম লিপি। একটি ওষুধ কোম্পানীতে চাকরি করেন। স্বামী মারা যাওয়ার পর সন্তানদের নিয়ে এক লড়াইয়ে অবতীর্ন হয়েছেন। তাজিন ছেলেটাকে ভাল লেগে গেল বজলুর। খুবই সপ্রতিভ এবং ব্রাইট।
তাজিনরা নেমে যাবে চাঁদপুর। ওখান থেকে রাতের ট্রেনে চিটাগাং। চিটাগংএ ওর বড় ভাইয়ের প্যারেন্টস মিটিং আছে। তাজিনের ভাইটা নেভিতে ঢুকেছে। বড় ভাইয়ের বয়স আঠারো।
লিপি বলল, আপনি আমাদের সাথে ডিনার করেন!
বজলু বলল, না না ঠিক আছে আপনারা করেন।
তাজিন বলল, আসেন না আঙ্কেল আমাদের সাথে!
তোমরা নেমে যাবে, তোমরা খাও। আমি পরে খাবো। থ্যাঙ্কস বলার জন্য।
খাওয়া শেষে তাজিনকে ডাকল বজলু। বলল, শোনো তাজিন, ঠিকমত পড়াশুনা করবে ওকে! মায়ের কথা শুনবে।

তাজিন মাথা নেড়ে সায় দিল ।
তোমাকে আমার খুউব ভাল লেগেছে ।
আপনাকেও ।
চিটাগাং পৌঁছে ফোন করো !
আচ্ছা করবো ।
তাজিন সত্যি সত্যি ফোন করেছিল ।
৫.
একটু পর সেলুনটা আলোকিত করে এলো সেই মেয়েটি । একটি দেড় দু' বছরের শিশু সাথে । কাছ থেকে মেয়েটিকে আর একটু বেশী বয়সী মনে হয় । ছাব্বিশ সাতাশ হবে । এর আগে মনে হয়েছিল তেইশ চব্বিশ । মেয়েটি বিবাহিত নাকি! শিশুটি কে! শিশুটি ছুটাছুটি শুরু করে দিয়েছে । মেয়েটিও ছুটছে শিশুটির পিছন পিছন ।
কিছুক্ষন আগে বজলু যখন পিছনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল তখন মেয়েটি একবার বাইরে এসেছিল । ময়েটির কেবিন আর বজলুর কেবিন একই রো'তে । মাঝখানে অন্য একটি কেবিন । মেয়েটি বাইরে বেশীক্ষন থাকেনি । আধো আলোতে মেয়েটি একবার তাকিয়েছিল । বজলুও । ততক্ষনে বৃষ্টিটা থেমে গেছে । চাঁদের ফ্যাকাশে আলো দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে । একটু পরই ফক ফকা হয়ে যাবে ।
বজলু শিশুদের পছন্দ করে । বাচ্চাটা ছোটা ছুটি করছে দেখে বজলু কোলে তুলে নিল । একটু কোলে থেকেই আবার মোচর দিয়ে নেমে গেলো । আবার এলো বজলুর কোলে । বাচ্চাটা মজা পাচ্ছে । মেয়েটি হাসছে কান্ড দেখে । বজলু বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে ওর রুমে ঢুকে ওকে ক্যান্ডি দিল । বাচ্চাটা চিৎকার করছে । খুশী সে । চিৎকার শুনে মেয়েটি এলো রুমে ।
খুব দুষ্ট হয়েছে ।
আপনার বাচ্চা বুঝি!
মেয়েটি হেসে মাথা নাড়ল ।
ছেলে না মেয়ে!
বলেনতো!
মেয়ে ।
মেয়েটি শব্দ করে হাসলো । সুন্দর হাসিটা । গালে টোল পড়ে ।
বজলু বুঝল ভুল করেছে । ছেলে হবে ।
সবাই এই ভুল করে ।
মেয়েটি দাঁড়িয়ে কথা বলছিল । বজলু বলল, বসেন না । মেয়েটি বসল রুমের অন্য খাটে ।
কে কে যাচ্ছেন ।
কেউ না । শুধু কাজের বুয়া নিয়ে এসেছি ।
আপনাকে মনে হয় দেখেছি আগে ।

কোথায় বলেনতো!
পড়শুদিন শব্দাবলীর নাটকে।
হ্যাঁ।
মেয়েটিও যে বজলুকে দেখেছিল সেটা উহ্য থেকে গেলো। বজলু খুউব সুপুরুষ দেখতে। যে কেউ একবার দেখলে ওকে ভোলে না। সুপুরুষ বলেই নয় ওর মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা আকৃষ্ট করে মানুষকে। একধরণের কমনীয় সৌন্দর্য আছে। বজলুর বয়স বত্রিশ। কাপড় চোপড়ে বজলু খুউবই ফ্যাশন দুরস্ত। মাথাভরা চুল। জেল ব্যবহার করেছে। মেয়েটি বের হয়ে গেল একটা হাসি দিয়ে। বাচ্চাটা জ্বালাচ্ছিল তাই। দরজা খোলা রেখেই বজলু খাটে হেলান দিয়ে মাসুদ রানা পড়তে লাগল। লেটেস্ট সংখ্যা। হিমশীতল স্পর্শ-২। একটু পর বাচ্চাটা আবার এলো দৌড়ে। মেয়েটিও এলো। ধরে নিয়ে গেলো বাচ্চাটাকে। যাবার সময় মেয়েটি একটি ছোট্ট কাগজ ছুড়ে দিল বজলুর দিকে।
মেয়েটির বয়স ছাব্বিশ সাতাশই হবে। আঁটোসাটো সালোয়ার কামিজ পড়েছে। চোসা ত্রিপিস সেটে ম্যাচিং সুতার এমব্রয়ডারি ও সিকোয়েন্সের কাজ। অসম্ভব সুন্দর ফিগার। একেবারে মন খারাপ হয়ে যাওয়ার মতো।
কাগজটি খুলে দেখল, লেখা কল মি। দুটো ফোন নম্বর। একটা গ্রামীনের, আর একটা বোধহয় বাংলালিংক।
দশটার দিকে বজলু ফোন করল।
কি করছেন! চিনতে পেরেছেন! ৪ নম্বর কেবিন থেকে বলছি। নাম বজলু।
মেয়েটি সন্ত্রস্তভাবে হসে বলল, হু।
কি করছেন!
বাচ্চাকে ঘুম পারাচ্ছি!
ডিনার করেছেন!
না।
আমার সাথে করেন!
ওকে।
অর্ডার দিচ্ছি। বলে ফোন রাখল বজলু।
মনে মনে হাসিই পেলো বজলুর। এসব কি হচ্ছে! মেয়েটির কি যেনো একটা ব্যাপার আছে। থাকগে বজলুর কিছু যায় আসে না।
একটু পরই মেয়েটির ফোন। শুনুন, আপনি খেয়ে নেন প্লীজ। আমার একটু প্রবলেম আছে।
কিসের প্রবলেম।
একজন আছে স্টীমারে আমাদের চেনে। দেখলে কি ভাববে।
ওকে। নো প্রবলেম।
আপনি মাইন্ড করেছেন!
বজলু হেসে বলল, আরে না।

রাত গভীর হয়ে গেছে। বারোটা প্রায়। সেলুনের লাইট নিভে গেছে। মেয়েটি আর ফোন দেয়নি। বজলুও না। বজলু বাইরে এলো। আহ্ কী সুন্দর রাত। বাইরে একেবারে ফকফক করছে। অনেকদুর পর্যন্ত দেখা যায় প্রান্তর। একটা সিগারেট জ্বালালো। স্টীমার ঢেউ কেটে যাচ্ছে। সেই ঢেউয়ের উপর চাঁদের আলো পড়ে চিক চিক করছে। সুন সান নিরবতা। হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল। কেঁপে উঠল বজলু।
কি করছেন!
এইতো বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। আপনার কথা ভাবছিলাম।
ঠান্ডা লাগবে না!
লাগলেইবা!
কী ভাবছিলেন আমার কথা বলুনতো!
আপনি খুব সুন্দর লিজা!
আপনি আরও সুন্দর। শুনুন বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন না।
ওকে যাচ্ছি ভিতরে। আপনি কি করছেন!
এইতো বাবুকে ঘুম পাড়ালাম। আপনি ঘুমাবেন না!
ঘুম আসবে না।
কেনো!
কি জানি, জানি না।
প্লীজ ঘুমানোর চেষ্টা করেন।
আপনি কি ঘুমিয়ে পড়তে চান!
আমারও ঘুম আসবে না।
ওকে ফাইন। তাহলে আসুন গল্প করি। একরাত না ঘুমালে এমন কিছু আসে যায় না। চলে আসুন আমার রুমে।
এমা কি বলে! কত্ত সাহস!!
চলে আসুন।
কেউ যদি দেখে!
কেউ দেখবে না। সব ঘুমিয়ে।
কেউ যদি বাথরুমে যায় দেখে ফেলবে।
দেখলে দেখবে। হু কেয়ার।
না না আমি পারবো না।
দেখুন কেউ আছে কিনা। তারপর চলে আসুন।(চলবে)

জসিম মল্লিক: কনাডা প্রবাসী লেখক ও সাংবাদিক

Toronto
jasim.mallik@gmail.com